যায়যায়দিন

তারিখ 06 JAN 2007
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

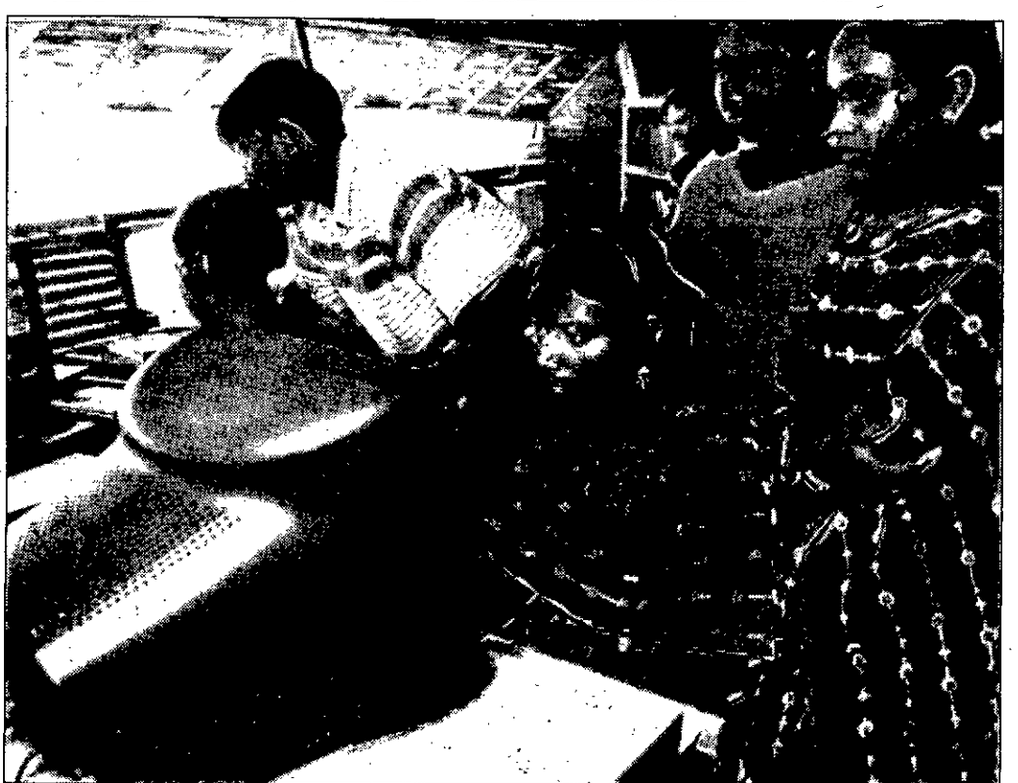

গ্রামের মেয়েরা কমপিউটারে ইন্টারনেট ব্যবহার করছে। নৌকার মধ্যে চলছে কমপিউটার প্রশিক্ষণ ছবি : রেজাউল করিম

গিয়ে শিক্ষার্থীদের তুলে নিয়ে আসে। নির্দিষ্ট গন্তব্যে সবাইকে নিয়ে এসে ক্লাসের আয়োজন করা হয়। প্রতিটি নৌকায় একটি কমপিউটার ও ৫০০ বইয়ের লাইব্রেরিসহ একটি মনোরম ক্লাস রুম রয়েছে। এ নৌকা স্কুলে চার শিফটে প্রায় ১২০ জন ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করে থাকে। এ নৌকা স্কুলের শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই শ্রমজীবী ও ভূমিহীন পরিবারের সুবিধাবঞ্চিত শিশু। হরদমা নৌকা স্কুলের ছাত্রী ছায়েদা খাতুন বলে, আমাদের কষ্ট করে হেটে এখন দূরের স্কুলে যেতে হয় না। স্কুলই প্রতিদিন আমাদের কাছে চলে আসে। এখন বাড়িতে থেকেই ঘরের কাজের ফাকে ফাকে লেখাপড়া শিখতে পারছি। আগে সঙ্কীর্ণ সামাজিক ধারণার বশবর্তী হয়ে অভিভাবকরা তাদের কন্যা সন্তানকে দূরের স্কুলে পাঠানোর ব্যাপারে দ্বিধান্বিত ছিলেন। কিন্তু এখন নৌকা স্কুল ক্লাস রুমকে তাদের বাড়ির কাছে নিয়ে এসেছে, ফলে সহজেই বাবা-মা তাদের সন্তানের ওপর দৃষ্টি রাখতে পারছেন। সিধুলাইয়ের বরদানগর মানবাধিকার দলের সদস্য আসমা বেগম বলেন, এভাবেই নৌকা স্কুল মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে সব বাধা দূর করতে সক্ষম হয়েছে। আর শ্রমজীবী শিক্ষার্থীদের সুবিধামতো সময়ে ক্লাস হওয়ায় আমাদের গ্রামগুলোতে শিক্ষার হার আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে।

নির্ভর সংস্থার নৌকা স্কুলে ছেলেমেয়েরা প্রবেশ করছে

ভাসমান নৌকায় চলে কমপিউটার প্রশিক্ষণ

দেড় হাজারেরও বেশি বইপত্র ও চারটি কমপিউটার সমৃদ্ধ ভাসমান একটি নৌ লাইব্রেরি রয়েছে। সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারের মাধ্যমে কমপিউটার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় এ লাইব্রেরি থেকে। লাইব্রেরিতে সাময়িকী, জার্নাল, উপন্যাস, গল্প, নাটক, রম্য রচনা, কবিতা ও ছড়া, সায়েন্স ফিকশন, বিশ্বকোষ ও পাঠ্যপুস্তকসহ বাংলা একাডেমী ও শিশু একাডেমীর বিভিন্ন ধরনের বই রয়েছে। প্রতিদিন প্রতিটি নৌকায় গড়ে ৪৮ জন শিক্ষার্থীকে কমপিউটার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। ভাসমান নৌকা লাইব্রেরি থেকে প্রতিদিন গড়ে ২০০ জন পাঠক বই পড়া ও ধার নেয়ার সুযোগ পেয়ে থাকে। নৌকা লাইব্রেরিতে কমপিউটার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহস্রাধিক কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীসহ স্থানীয় জনসাধারণের মাঝে প্রযুক্তিনির্ভর কর্মজীবন গড়ার ব্যাপারেও ব্যাপক উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে। বিলদহর গ্রামের আমেনা বেগম নিয়মিত নৌ গ্রন্থাগারে কমপিউটার শিখতে আসেন। তিনি বলেন, নৌকায় ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা প্রতিদিনের সংবাদপত্র, রাজধানীর স্কুল-কলেজের ভর্তির খবরসহ মাধ্যমিক-ইন্টারমিডিয়েটের রেজাল্ট, চাকরির খবর জানতে পারছি, যা আমাদের মাঝে উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহ তৈরি করেছে।

নৌকা স্কুলের শিক্ষার্থী আকবর হোসেন বলেন, এখানে মাধ্যমিক ও ইন্টারমিডিয়েটের পাঠ্যপুস্তক থাকায় যাদের বই কেনার সামর্থ্য নেই তারাও ভালোভাবে লেখাপড়া শিখতে পারছে। লেখাপড়ায় নিয়মিত অনেকেই উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছে এবং নিয়মিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাচ্ছে। ওয়াসিম আহম্মদ দূরের গ্রাম থেকে এক ঘণ্টার পথ হেটে এ লাইব্রেরিতে পড়তে আসেন। তিনি বলেন, এক সময় কমপিউটার ব্যবহার ছিল আমাদের কাছে কল্পনার বিষয় এবং ইন্টারনেটও ছিল অজানা। এখন আমি জানি ইন্টারনেট হলো অজানা অনেক তথ্য জানার ও সম্ভাবনার এক তৈরি ক্ষেত্র।